# জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন : কিছু কথা

## আন্না পুনম

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রথম যে কয়েকটি বড় কাজে হাত দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে নতুন এবং যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। সব মহল থেকেই সরকারের এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। এখন শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সব মহল অপেক্ষায় আছে কখন সরকার এ শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করে জনগণের সামনে তুলে ধরবেন।

দ্রুত একটি শিক্ষানীতি খসড়া তৈরির জন্য সরকার জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করে দিয়েছে। শিক্ষাবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে কমিটির কো-চেয়ারম্যান এবং দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কমিটির সদস্য করা হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যে শিক্ষানীতির একটি খসড়া তৈরি করেছে ফেলেছে। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে খসড়া সম্পন্ন করে একটি ভাল কাজ করেছেন কমিটির সদস্যরা। এ থেকে বোঝা যায় শিক্ষানীতি কমিটি অত্যন্ত যোগ্য এবং ভাল কাজ করতে আগ্রহী গুণীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একাধিকবার শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সব বৈঠকে তিনি শিক্ষানীতির প্রশ্নে সরকারের সদিচ্ছার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকার দেশে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাবে। তিনি নিজেও বেশকিছু ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন।

শিক্ষানীতি কমিটি প্রণীত খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে এখন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠন এবং শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়। এটাও একটি ভাল পদক্ষেপ। শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার আগে যেসব শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করবেন তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের কোন পরামর্শ বা প্রস্তাবনা থাকলে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। তাহলে শিক্ষানীতি সত্যিকার অর্থেই সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

আর এভাবে সব মহলের মতামত নিয়ে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হলে তা নিয়ে পরে কোন মহল থেকেই আর আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা থাকবে না। সবার মতামত নেয়ার ধারণাটা অনেকটা গণতান্ত্রিকও। যদিও জাতীয় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার পর জনপ্রতিনিধিদের মতামত নেয়ার জন্য সংসদে উপস্থাপন করা হতে পারে। ফলে সেখানেও সবার মতামত নেয়া সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেসব রিপোর্টে খসড়া নীতিকে অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং আধুনিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়াও পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন তাদের পরামর্শ এবং প্রস্তাবনা তুলে ধরেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সেসব পরামর্শ ও প্রস্তাবনাও খতিয়ে দেখতে পারেন। সেখানে ভাল কোন পরামর্শ থাকলে তা গ্রহণও করা যেতে পারে। বেশ কয়েকজন কলামিস্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে উদ্দেশ্য করেই পত্রিকায় কলাম লিখে তাদের পরামর্শ ও প্রস্তাবনা রেখেছেন। এসব পরামর্শ ও প্রস্তাবনা ইতিমধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি নিজ উদ্যোগেই সংগ্রহ করছেন বলে জানা গেছে। সেগুলো তারা বিশ্লেষণ করে যদি ভাল পরামর্শ খুঁজে পান তবে তা শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন।

বিভিন্ন সংগঠনের মতামত নেয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু করেছে কমিটির সদস্যরা। গত রোববার কমিটির সদস্যরা প্রথম মতবিনিময় সভা করেছেন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে। ধানমণ্ডিতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিত অনুষ্ঠিত প্রথম মতবিনিময় সভায় কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ইকরামুল করিম, অধ্যাপক জাফর ইকবাল, আউয়াল সিদ্দিকী, শাহীন কবীর, সিরাজউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষা বিষয়ক সংগঠনগুলোর মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুলতান মিয়া, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি নুরুল হাসান, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ইশরাত নাসিমা হাবিব, ঢাকার তেজগাঁও থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সাদিয়া ইরানি, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল আলম, মহাসচিব মৃগেন্দ্র মোহন সাহা, যুগ্ম-মহাসচিব আবুল কালাম আজাদ, সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তা সমাধানের প্রস্তাবনা তুলে ধরেন শিক্ষা কর্মকর্তারা। তারা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারাদেশে ব্যাপ্ত। বিশাল কর্মীবাহিনী প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত। কিন্তু দীর্ঘদিনেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠন করা হয়নি। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষক, জেলা উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়নি। অন্য সব খাতে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা যে মর্যাদা ভোগ করেন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা তা পান না। এই বৈষম্যের কারণে এক ধরনের হতাশা বিরাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকর উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টির সুযোগ থাকা প্রয়োজন বলে মতবিনিময় সভায় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা প্রস্তাব তুলে ধরেন।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় সারাবছর ধরেই দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে যোগ্য লোকদের নির্বাচন করা হলেও বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাহীন কর্মকর্তাদের (বিশেষ করে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের বদলিযোগ্য পদে কর্মরত) পাঠানো হয়। এতে সেই প্রশিক্ষণ খুব একটা কাজে লাগে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ক্লাসরুম টিচিং এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণগুলো সম্পূর্ণই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কাজ, কিন্তু এসব প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় মন্ত্রণালয় বা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের। তাদের পক্ষে কখনও কোন স্কুলে গিয়ে এসব অভিজ্ঞতা বিনিময় করারও কোন সুযোগ নেই। শিক্ষানীতিতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রতি বছরই পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মেধাস্তর যেমন ঠিকমতো গড়ে ওঠে না তেমনি শিক্ষকরাও ঠিকমতো পাঠদান করতে পারেন না। শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে বক্তব্য থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট স্তর সমাপ্তির পর ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাণ করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে বেশ কয়েকটি যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। ফলে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। অনেক শিক্ষার্থী মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতায় পিছিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রচলিত নীতিমালার পরিবর্তন করা দরকার।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আছে কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু কমিউনিটি বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য অনেক যোগ্য লোক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায় না। নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখা হলে যোগ্য লোক শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়।

মতবিনিময় সভায় শিক্ষক প্রতিনিধিরা জানান, বিভিন্ন সময় প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টির বিষয় সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করলেও শেষ পর্যন্ত নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার দোরগোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি করা দরকার। এছাড়াও তারা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানো এবং শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন বলে অভিমত দেন।